দৈনিক বাংলা

029

তারিখ 19 AUG 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

মেডিক্যাল শিক্ষাকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে পৃথক করার প্রস্তাব

।। হাসান হাফিজ ।।

দেশে ৬২০০ জন লোক পিছু ডাক্তারের সংখ্যা একজন। সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা সারা দেশে ১০৫০ জন। ১১ কোটি নাগরিকের জন্যে দন্ত চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র ৫১০ জন।

এই তথ্য উল্লিখিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে। চিকিৎসা শিক্ষার বহুমুখী সংকট পর্যালোচনা করে কমিশন চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থাকে অবিলম্বে স্বাস্থ্য প্রশাসন থেকে পৃথক করার কথা বলেছে। রিপোর্টে চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটানোর কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা কমিশন চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল নামে প্রস্তাবিত এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

তারিখ 19 AUG 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

দৈনিক বাংলা

মেডিক্যাল শিক্ষাকে

(১ম পৃঃ পর)

প্রেসিডেন্ট। কাউন্সিল ও তার আওতাধীন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর (প্রেসিডেন্টের) ক্ষমতা হবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে চ্যান্সেলর হিসাবে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক ও ক্ষমতার মত।

প্রস্তাবিত এই কাউন্সিল দেশে চিকিৎসা শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে অর্থের সংস্থান ও অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন, চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমে নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা শিক্ষার জাতীয়মান রক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে দেশে গ্রাজুয়েট চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২২৫০০ গ্রাজুয়েট চিকিৎসক তৈরি করা। তৃতীয় পঞ্চসালা পরিকল্পনার শুরুতে পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ছিলেন ১০৫০ জন। পরিকল্পনার লক্ষ্য এই সংখ্যা ২১০-এ উন্নীত করা।

শিক্ষা কমিশনের অভিমত হচ্ছে: দেশে জনকল্যাণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মেটানো সম্ভব নয়। বর্তমান ব্যবস্থায় হাসপাতাল কেন্দ্রিক নিরাময়মূলক চিকিৎসা শিক্ষার ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। রোগ প্রতিরোধমূলক শিক্ষা ও এ সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যাবলী শিক্ষার ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। ডিগ্রী পূর্ব পর্যায়ে ও রেজিস্ট্রেশনের আগে যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাও সন্তোষজনক নয়।

কমিশনের মতে চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে গ্রামে যাবার ব্যাপারে অনীহা রয়েছে। অথচ ৮০ শতাংশ মানুষই গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিরোধমূলক শিক্ষা ও কমিউনিটি মেডিসিন যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। ফলে শিক্ষার সময় চিকিৎসা কর্মীবৃন্দ গ্রামে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও গ্রামীণ জনগণের বিশেষ সমস্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট জানতে পারেন না। এ অজ্ঞতার ফলে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসকদের আলাদা ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা যে অনেক রোগের অন্যতম কারণ হতে পারে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট বক্তব্য শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নেই। পরিবার পরিকল্পনা ও ব্যাধি সংক্রান্ত সমাজ বিজ্ঞান ও শিক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায়নি।

কমিশনের অভিমত হচ্ছে: বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের দেশের চিকিৎসা সমস্যাদির ওপর যথাযথ প্রাধান্য দেয়া হয়নি। এর কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রধানত বিদেশী চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে শিক্ষা কার্যক্রমে আমাদের দেশের চিকিৎসা সমস্যাদির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষা কমিশন দেশে আরো ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে বলেছে: অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মেডিক্যাল কলেজগুলির দন্ত চিকিৎসা বিভাগসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের দাঁতের রোগ সম্পর্কে শিক্ষাদান করা উচিত যাতে তারা সাধারণ দন্ত রোগের চিকিৎসা করতে পারে। ঢাকা ডেন্টাল কলেজকে মেডিক্যাল কলেজগুলির মত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ হল: বর্তমানে চালু সকল মেডিক্যাল কলেজ এবং ইনস্টিটিউটসমূহকে প্রয়োজনীয় আইনের মাধ্যমে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত চিকিৎসা শিক্ষার ইনস্টিটিউটে পরিণত করতে হবে। প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটগুলির হাসপাতাল 'সাধারণ হাসপাতাল' থেকে আলাদা করা দরকার। চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।